মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্য

নীচের লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রাগুলো জাতিসংঘের মিলেনিয়াম বা সহস্রাব্দ ঘোষণা থেকে নেয়া হয়েছে। নতুন সহস্রাব্দের সূচনাকালে নেয়া এ ঘোষণা কার্যকর করার জন্য জাতিসংঘের মহাসচিবের দেয়া দিক নির্দেশনার অংশ হিসেবে এসব লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা অনুমোদিত হয়। এসব লক্ষ্যমাত্রা পূরণের উদ্দেশ্যে নেয়া কাজের অগ্রগতি অনুধাবনের জন্য জাতিসংঘ উন্নয়ন কার্যক্রম (ইউ এন ডি পি) ৪০ টিরও বেশী **সূচক** নির্ধারন করেছে। নীচের সারণীতে সূচকগুলো দেয়া হল। উল্লেখ্য যে, এসকল লক্ষ্য/লক্ষ্যমাত্রা – বিশেষ করে ৭ ও ৮ নং লক্ষ্য আরো বিস্তারিত ভাবে নির্ধারণ করা হতে পারে।

লক্ষ্য ও লক্ষ্য মাত্রা	সূচক
লক্ষ্য ১ : চরম দারিদ্র ও ক্ষুধা নির্মুল করা	
লক্ষ্য মাত্রা ১। যাদের আয় দিনপ্রতি ১ ডলারের কম, ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে তাদের আনুপাতিক অংশ অর্ধেকে হ্রাস	১. প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা দিনপ্রতি ১ ডলারের কম - এমন জনগোষ্ঠীর শতকরা হার ২. দারিদ্র-পার্থক্য অনুপাত ৩. জাতীয় ভোগে হত দরিদ্রদের (সবচাইতে দরিদ্র ২০ শতাংশ) আনুপাতিক অংশ
লক্ষ্য মাত্রা ২। ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে মোট জনগোষ্ঠীতে ক্ষুধার্ত মানুষের আনুপাতিক অংশ অর্ধেকে হ্রাস	৪. ৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত অপুষ্ট শিশুর সংখ্যা ৫. যারা সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় খাদ্যও পায় না, জনগোষ্ঠীতে তাদের আনুপাতিক অংশ
লক্ষ্য নং ২ : সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা	
লক্ষ্যমাত্রা ৩। ২০১৫ সালের মধ্যে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সকল শিশু যাতে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম পূর্ণ করতে পারে তা নিশ্চিত করা	৬. প্রাথমিক পর্যায়ে নীট ভর্তির হার ৭. প্রথম থেকে ৫ম শ্রেনী পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে পাঠ শেষ করেছে এমন ছাত্র/ছাত্রীর শতকরা হার ৮. ১৯ থেকে ২৪ বৎসর বয়সীদের সাক্ষরতার হার
লক্ষ্য নং ৩ : নারী-পুরুষের সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন	
লক্ষ্য মাত্রা ৪। ২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে সকল শিক্ষাস্তরে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করা	৯. প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় ছাত্রী ও ছাত্রের অনুপাত ১০. ১৫ হতে ২৪ বৎসর বয়সের সাক্ষর নারী ও পুরুষের অনুপাত ১১. বিভিন্ন অ-কৃষি খাতে বেতন ভিত্তিক কর্মী নিয়োগে নারীর অংশগ্রহণের হার ১২. জাতীয় সংসদে নারী সাংসদদের আনুপাতিক হার
লক্ষ্য নং ৪ : শিশু মৃত্যু হ্রাস	
লক্ষ্যমাত্রা ৫। ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ৫ বৎসরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুর হার দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস	১৩. পাঁচ বছর বয়সের নীচে শিশুদের মৃত্যু-হার ১৪. নবজাতক শিশু মৃত্যুর হার ১৫. এক বছর বয়সী হামের টীকা গ্রহণকারী শিশুর আনুপাতিক অংশ

লক্ষ্য নং ৫ : প্রসূতি-স্বাস্থ্যের উন্নয়ন	
লক্ষ্যমাত্রা ৬ । ১৯৯০ হতে ২০১৫ সালের মধ্যে প্রসবকালীন মৃত্যুর হার তিন-চতুর্থাংশ হ্রাস	১৬. প্রসূতি-মৃত্যুর অনুপাত ১৭. ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে প্রসবের আনুপাতিক হার
লক্ষ্য নং ৬ : এইচ আই ভি/এইডস, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগের মোকাবেলা	
লক্ষ্য মাত্রা ৭ । ২০১৫ সালের মধ্যে এইচ আই ভি/এইডস এর বিস্তার রোধ এবং রোগীর সংখ্যা হ্রাস	১৮. ১৫ হতে ২৪ বছর বয়সী গর্ভবতী নারীদের মধ্যে এইচ আই ভি রোগীনির সংখ্যা ১৯. জন্ম-নিরোধক ব্যবহারের হার ২০. এইচ আই ভি/এইডস রোগের কারণে এতিম শিশুর সংখ্যা
লক্ষ্যমাত্রা ৮ । ২০১৫ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তার রোধ এবং রোগীর সংখ্যা হ্রাস	২১. ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এবং রোগজনিত মৃত্যু হার ২২. ম্যালেরিয়া আশংকাযুক্ত এলাকায় রোগের বিস্তার কার্যকরভাবে রোধ ও চিকিৎসা গ্রহণকারী জনসংখ্যার আনুপাতিক হার ২৩. যক্ষায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এবং রোগজনিত মৃত্যু হার ২৪. সরাসরি তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে স্বল্পকালীন চিকিৎসা-পদ্ধতির সাহায্যে সন্ধানকৃত এবং চিকিৎসাপ্রাপ্ত যক্ষারোগীর আনুপাতিক হার
লক্ষ্য নং ৭ : টেঁকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা	
লক্ষ্যমাত্রা ৯ । জাতীয় পর্যায়ে নীতি ও কার্যক্রমে টেকসই উন্নয়ন নীতিমালা অঙ্গীভূত করা এবং পরিবেশীয় সম্পদের ক্ষয়রোধ	২৫. দেশের আয়তনে বনভূমির আনুপাতিক হার ২৬. জীব-বৈচিত্র্য বজায় রাখার জন্য সংরক্ষিত ভূমির পরিমাণ ২৭. জ্বালানী দক্ষতা (প্রতি একক জ্বালানী ব্যবহারে প্রাপ্ত মোট অভ্যন্তরীণ আয়) ২৮. মাথাপিছু কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের পরিমাণ
লক্ষ্যমাত্রা ১০ । নিয়মিত সুপেয় পানি প্রাপ্তির সুযোগহীন জনসংখ্যার আনুপাতিক হার ২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেকে হ্রাস	২৯. নিয়মিতভাবে সুপেয় পানি সংগ্রহের সুযোগপ্রাপ্ত জনগণের আনুপাতিক হার
লক্ষ্যমাত্রা ১১ । ২০২০ সালের মধ্যে ন্যূনতম ১০ কোটি বস্তিবাসীর জীবনমান লক্ষ্যণীয়ভাবে উন্নত করা	৩০. উন্নততর পয়ঃনিস্কাশন সুবিধাপ্রাপ্ত জনগণের আনুপাতিক হার ৩১. বাসস্থানের নিশ্চিত সুবিধাপ্রাপ্ত জনগণের আনুপাতিক হার
লক্ষ্য নং ৮ : উন্নতির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী অংশীদারীত্ব গড়ে তোলা	
লক্ষ্যমাত্রা ১২ । একটি মুক্ত, নিয়ম-ভিত্তিক, নিশ্চিত ও বৈষম্যহীন বাণিজ্য ও অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলা এখানে সুসাশন, উন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সংকল্পও জড়িত	ও ডি এ (সরকারীভাবে প্রাপ্ত উন্নয়ন সহযোগিতা) ৩২. ও ডি এ-দানকারী দেশের মোট জাতীয় আয়ের কত শতাংশ নীট ও ডি এ হিসেবে প্রদত্ত ৩৩. ও ডি এ-র কত অংশ মৌলিক সামাজিক সেবাখাতে (প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, সুপেয় পানি ও পয়ঃনিস্কাশন) প্রদত্ত ৩৪. ও ডি এ-র কত অংশ শর্তহীন ৩৫. ও ডি এ-র কত অংশ ছোট উন্নয়নশীল দ্বীপ রাষ্ট্রের জন্য প্রদত্ত ৩৬. ও ডি এ-র কত অংশ উপকূল-হীন রাষ্ট্রের যোগাযোগ খাতে প্রদত্ত

লক্ষ্যমাত্রা ১৩। স্বল্পোন্নত দেশের (এল ডি সি) বিশেষ প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা গ্রহণ। এর মধ্যে থাকবে: শুল্ক ও কোটামুক্ত রপ্তানীর সুযোগ; গভীরভাবে ঋণগ্রস্ত দেশের জন্য ঋণমুক্তি কার্যক্রম জোরদার করা এবং দ্বিপাক্ষিক ঋণ অবলোপন করা; দারিদ্র দুরীকরণে সংকল্পবদ্ধ দেশকে অধিক পরিমানে ও ডি এ প্রদান	বাজার সুবিধা ৩৭. মোট রপ্তানী মুল্যে শুল্ক ও কোটামুক্ত রপ্তানীর (অস্ত্র ব্যতিরেকে) আনুপাতিক অংশ ৩৮. কৃষি, বস্ত্র ও পোষাক জাতীয় পণ্যের উপর ধার্য্যকৃত গড় শুল্ক ও কোটা ৩৯. ও ই সি ডি-ভুক্ত দেশের কৃষিপণ্যে অভ্যন্তরীণ বাজারে ও রপ্তানীতে প্রদত্ত ভর্তুকি ৪০. ও ডি এ-তে বাণিজ্য বৃদ্ধির ক্ষমতা সৃষ্টির জন্য প্রদত্ত সম্পদের আনুপাতিক অংশ
লক্ষ্যমাত্রা ১৪। উপকূল-হীন এবং উন্নয়নশীল দ্বীপরাষ্ট্র গুলির বিশেষ প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা গ্রহণ লক্ষ্যমাত্রা ১৫। একটি লম্বা সময়ের নিরিখে উন্নয়নশীল দেশের ঋণ দায়ভার যেন সহনীয় পর্যায়ে থাকে, সেজন্য দেশজ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যবস্থাদি নেয়া	সহনীয় ঋণ ব্যবস্থা ৪১. গভীরভাবে ঋণগ্রস্থ দেশের সরকারী ও দ্বিপাক্ষিকভাবে প্রাপ্ত ঋণের বাতিলকৃত অংশ ৪২. পণ্য ও সেবা রপ্তানী আয়ের কতভাগ ঋণসেবায় (আসল ও সুদ প্রদান) ব্যয় হয় ৪৩. ও ডি এ-র কতভাগ ঋণমুক্তির জন্য প্রদত্ত ৪৪. গভীর ঋণগ্রস্থ দেশের সংখ্যা
লক্ষ্যমাত্রা ১৬। উন্নয়নশীল দেশের সহযোগীতায় তরুণদের উৎপাদনশীল কাজে ব্যাপৃত করার লক্ষ্যে কৌশল প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন	৪৫. ১৫ হতে ২৪ বছর বয়সীদের বেকারত্বের হার
লক্ষ্যমাত্রা ১৭। ঔষধ শিল্পের সহযোগীতায়, উন্নয়নশীল দেশে ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি	৪৬. ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ সুবিধা প্রাপ্ত জনগনের আনুপাতিক হার
লক্ষ্যমাত্রা ১৮। ব্যক্তি-মালিকানা খাতের সহযোগিতায় তথ্য ও যোগাযোগসহ অন্যান্য খাতে নতুন প্রযুক্তির সুবিধা বৃদ্ধি	৪৭. প্রতি ১০০০ জনে টেলিযোগাযোগ সুবিধা প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ৪৮. প্রতি ১০০০ জনে ব্যক্তিগত কম্পিউটার ব্যবহারকারীর সংখ্যা